শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাই স্কুল)

বিষয় : ইতিহাস

শ্রেণি : দশম

বিংশ শতকের ভারতের কৃষক, শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন

উপএকক : প্রাথমিক ধারণা

বিংশ শতকের ভারতের কৃষক, শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন বিংশ শতকের ভারতে জাতীয় আন্দোলন গুলি কী ছিল। এই আন্দোলনগুলি কবে, কোন্ কোন্ কারণের জন্য সংঘটিত হয়েছিল। অষ্টম শ্রেণিতে আমারা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তবুও ভারতের কৃষক, শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার সুবিধার্থে আমারা এই বিষয়ে একটু আলোকপাত করব।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫ - ১৯১১ খ্রিঃ)

- **সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই
- **প্রকৃত উদ্ভাবক :** অ্যান্ড্রু ফ্রেজার
- **দুটি প্রদেশ :**
  - (ক) ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদহ, দার্জিলিং, ও আসাম (রাজধানী - ঢাকা)
  - (খ) পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা (রাজধানী - কলকাতা)
- **কার্জনের যুক্তি :**
  - (ক) প্রশাসনিক সুবিধা
  - (খ) আসাম প্রদেশের উন্নতি
  - (গ) অনুন্নত, সংখ্যালঘু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতি
  - (ঘ) উড়িষ্যার সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন
- **প্রকৃত কারণ :**
  - (ক) বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করে জাতীয় সংগ্রামকে দুর্বল করা
  - (খ) হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট করা
- **বঙ্গভঙ্গ কার্যকর :** ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর
- **আন্দোলনের প্রধান দুটি ধারা :** স্বদেশি ও বয়কট
- **বয়কটের আহ্বান :** কৃষ্ণকুমার মিত্র ‘সঞ্জিবনী’ পত্রিকায়

- **অরন্ধনের আহ্বান :** রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

- **নারী জাতির অংসগ্রহণ :** হেমাঙ্গিনী দাস, সরলাদেবী চৌধুরাণি, নির্মলা সরকার,

- **মুসলিম শ্রেণির অংশগ্রহণ :** সৈয়দ আমির হোসেন, লিয়াকৎ হোসেন, ওয়াজেদ আলি

- **স্বদেশী শিল্প :**
  - আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যালস
  - নীলরতন সরকারের জাতীয় সাবান কারখানা

- **সাহিত্য ও সংস্কৃতি :**
  - (ক) সাহিত্য চর্চা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন
  - (খ) শিল্প চর্চা - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু

- **জাতীয় শিক্ষা পরিষদ :** ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ (সভাপতি - সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

- **বঙ্গভঙ্গ রদ :** ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর

- **গুরুত্ব :**
  - (ক) ভারতের প্রকৃত জাগরণ
  - (খ) প্রথম সর্বভারতীয় ঐক্য আন্দোলন
  - (গ) স্বদেশী শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ
  - (ঘ) জাতীয় আন্দোলনে নতুন ধারার সূত্রপাত

- **সীমাবদ্ধতা :**
  - (ক) গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের যোগদানের অভাব
  - (খ) কৃষক শ্রেণির যোগদানের অভাব
  - (গ) শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০ - ১৯২২ খ্রিঃ)

- **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ :** ১৯১৪-১৮ খ্রিস্টাব্দ

- **গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফেরেন :** ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে।

➢ **সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা :** ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজি গুজরাটে সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

➢ **ভারতে গান্ধিজির নেতৃত্বে পরিচালিত তিনটি আঞ্চলিক আন্দোলন :**

- (ক) চম্পারণ সত্যাগ্রহ (১৯১৭ খ্রিঃ)
- (খ) খেদা সত্যাগ্রহ (১৯১৮ খ্রিঃ)
- (গ) আমেদাবাদ শ্রমিক আন্দোলন (১৯১৮ খ্রিঃ)

➢ **অসহযোগ আন্দোলনের কারণ :**

- (ক) স্বায়ত্তশাসন অর্জনে ব্যর্থতা
- (খ) আর্থিক সমস্যা
- (গ) কুখ্যাত রাওলাট আইন
- (ঘ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড
- (ঙ) খিলাফৎ সমস্যা
- (চ) শ্রমিকদের দুর্দশা
- (ছ) কৃষকদের দুরাবস্থা
- (জ) দেশীয় শিল্পোদ্যোগে বাধা
- (ঝ) সমাকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

➢ **চৌরিচৌরার ঘটনা :** ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে চৌরিচৌরার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

➢ **আন্দোলনের গুরুত্ব :**

- (ক) সর্বব্যাপী গণ আন্দোলন
- (খ) বিপ্লবমূখী আন্দোলন
- (গ) কংগ্রেসের মর্যাদা বৃদ্ধি
- (ঘ) জাতির নেতা হিসাবে গান্ধিজির উত্থান
- (ঙ) রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ
- (চ) অন্যান্য আন্দোলনের প্রেরণা দান
- (ছ) স্বাধীনতার আকাঙ্খা বৃদ্ধি
- (জ) অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা
- (ঝ) সামাজিক উন্নতি

আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০ - ৩১ খ্রিঃ, ১৯৩২ - ৩৪ খ্রিঃ)

- **স্বরাজ্যদল গঠন (১৯২৩ খ্রিঃ) :** মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড আইন অনুসারে নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভায় প্রবেশ করে সরকারি কাজে বাধা সৃষ্টি করে শাসন সংস্কারকে বিপর্যস্ত করে তোলা ও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের লক্ষ্যে চিত্তরঞ্জন দাস ও মোতিলাল নেহরুর উদ্যোগে স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠিত হয়।

- **সাইমন কমিশন :** মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইনে বলা হয়েছিল, দশ বছর পর ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন সংস্কারের জন্য একটি রাজকীয় কমিশন গঠন করা হবে। কিন্তু প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় অচলাবস্থা দেখা দেওয়ায় দশ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার আগে ১৯২৭ খ্রিঃ স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে সাইমন কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য ছিল (ক) ভারতীয়দের সাংবিধানিক অধিকার খতিয়ে দেখা এবং (খ) ১৯১৯ খ্রিঃ মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কারের কার্যকারিতা বিচার করা।

  ভারতীয়দের সমস্যা অনুধাবন ও তার সমাধানের উদ্দেশ্যে গঠিত সাইমন কমিশনের সাত জন সদস্যই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় ভারতীয়রা এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ভারততের বিভিন্ন অঞ্চলে 'Simon go back' ধ্বনি ওঠে।

- **নেহরু রিপোর্ট :** সাইমন কমিশন ব্যর্থ হওয়ার পর ভারত সচিব বার্কেনহেড প্রচার করেন যে, ভারতীয়দের পক্ষে কোন সর্বসম্মত সংবিধান গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই অপমানের যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি সংবিধান প্রনয়ণ কমিটি গঠিত হয়। ১৯২৮ খ্রিঃ মোতিলাল নেহরু লক্ষৌ অধিবেশনে সংবিধানের খসড়াসহ যে রিপোর্ট পেশ করেন, তা নেহরু রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই রিপোর্টে (১) সেনেট ও জনপ্রতিনিধিসভা নামে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা গঠনের কথা বলা হয়, (২) আইনসভার মাধ্যমে প্রদেশ গুলির হাতে স্বায়ত্বশাসন তুলে দেওয়ার এবং (৩) সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি ভারতীয়দের হাতে রাখার কথা বলা হয়।

- **কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন (১৯২৯ খ্রিঃ) :** ভারতের ইতিহাসে ১৯২৯ খ্রিঃ জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ (১) এই অধিবেশনেই কংগ্রেস প্রথম পূর্ণস্বরাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। (২) স্থির হয় যতদিন না ভারত স্বাধীনতা লাভ করছে ততদিন প্রতিবছর ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে প্রতীকী স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হবে। বর্তমানে এই দিনটিকে প্রজাতন্ত্রদিবস হিসাবে পালন করা হয়। (৩) এই অধিবেশনেই আইন আমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যার পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় গান্ধিজিকে।

- **ডান্ডি অভিযান :** আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনার উদ্দেশ্যে লবণ আইন ভাঙার জন্য গান্ধিজি ১৯৩০ খ্রিঃ ১২ মার্চ গুজরাটের সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৮ জন অনুচরকে নিয়ে ডান্ডির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ২৫ দিনে ২৪১ মাইল পথ অতিক্রম করে ৫ এপ্রিল তিনি ডান্ডিতে পৌছান। পরের দিন অর্থাৎ ৬ এপ্রিল সমুদ্রের জল থেকে প্রতীকী লবণ তৈরি করে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। পুলিশ তাঁকে গ্রপ্তার করলে সারা দেশ জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা হয়।

- **আইন অমান্যের জন্য গান্ধিজীর লবণকে বেছে নেওয়ার কারণ :** ঔপনিবেশিক শাসনকালে ব্রিটিশ সরকার লবণের উপর চড়া হার শুল্ক আরোপ করেন। তাছাড়াও ভারতীয়দের পক্ষে লবণ তৈরী করা ছিল দন্ডনীয় অপরাধ। আর এই লবন ছিল সর্ব স্তরের মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। তাই লবণ আইন অমান্যের মাধ্যমে গান্ধিজি ভারতীয়দের ক্ষোভকে জাতীয় গণআন্দোলনের রূপ দিতে চেয়েচিলেন। এই কারনেই তিনি আইন অমান্যের জন্য লবণকে বেছে নিয়েছিলেন ।

- **গান্ধি-আরউইন চুক্তি :** আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলে এবং কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাথে আলোচনা করতে উদ্যোগী হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩১ খ্রিঃ ৫ মার্চ লর্ড আরউইন ও গান্ধিজির মধ্যে গান্ধি-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্তানুসারে ঠিক হয় যে, ব্রিটিশ সরকার সকল প্রকার স্বৈরাচারী আইন ও দমননীতি প্রত্যাহার করবে, রাজবন্দিদের মুক্তি দেবে, কৃষকদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরত দেবে। অপরদিকে গান্ধিজি আইন আমান্য আন্দোলন স্থগিত রেখে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন।

- **সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি :** ভারতে হিন্দুদের সাথে মুসলমান, শিখ, অনুন্নত হিন্দু, ভারতীয় খ্রিস্টান, হরিজন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতবাসীর জাতীয় ঐক্য ও ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ১৯৩২ খ্রিঃ ১৬ ই আগস্ট ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি ঘোষণা করেন। এর দ্বারা আইনসভায় সংখ্যালঘুদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়।

- **পুণা চুক্তি (১৯৩২ খ্রিঃ) :** ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি ঘোষণা করলে, গান্ধিজী এর প্রতিবাদে জারবেদা জেলে আমরণ অনশন শুরু করেন। ফলে তাঁর প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ১৯৩২ খ্রিঃ ২৫ সেপ্টেম্বর অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা বি. আর. আম্বেদকর এবং মদনমোহন মালব্যের মধ্যে পুণা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্তানুসারে - কংগ্রেস অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করতে স্বীকৃত হয়। পরিবর্তে আম্বেদকর অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবী ত্যাগ করে যৌথ নির্বাচনের নীতি গ্রহন করেন।

ভারতছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২ - ১৯৪৪ খ্রিঃ)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বশেষ বৃহৎ গণআন্দোলন ছিল ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন। তৎকালীন ভারতবর্ষের জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এই আন্দোলনের পটভূমি রচনা করেছিল।

- **কারন :**
  - (ক) ক্রিপস প্রস্তাবের ব্যর্থতা - ক্রিপস প্রস্তাবের ব্যর্থতার ফলে ভারতবাসী বুঝতে পারে যে স্বাধীনতা লাভ করতে হলে ইংরেজদের সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।
  - (খ) ব্রিটিশ দমননীতি - দমননীতির নামে ব্রিটিশ সরকারের অকথ্য অত্যাচার ভারতবাসীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেদেয়।
  - (গ) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্রব্যমূল্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতবাসীর আস্থা নষ্ট হয়।
  - (ঘ) স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্খা - অসহযোগ আন্দোলন, আইন আমান্য আন্দোলন প্রভৃতি ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে তীব্রতর করে।
  - (ঙ) নেতাদের জঙ্গি মনোভাব - ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দেশের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের জঙ্গী মানসিকতা, বিশেষতঃ গান্ধিজির ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব এই আন্দোলনের পটভূমি রচনা করেছিল।

- (চ) জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জাপানের অগ্রগতি ভারতবাসীর মনে একই সাথে আশা ও আশঙ্কার জন্ম দেয়। যা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পথ প্রশস্থ করে।

➢ **প্রস্তাব পাস :** ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি গান্ধিজীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাবকে সমর্থন জানায় এবং বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে বিপুল ভোটে এই প্রস্তাব পাস হয়। গান্ধিজী ঘোষণা করেন, "Do or Die" (করেঙ্গ ইয়ে মরেঙ্গে)।

➢ **আন্দোলনের সূচনা :** নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই গভীর রাতে গান্ধিজী, জওহরলাল, প্যাটেল, আজাদ, প্রমূখ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরের দিন সকালে এই খবর প্রকাশিত হলে দেশ জুড়ে হরতাল, বিক্ষোভ, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলনের সূচনা হয়।

➢ **বিস্তার :** প্রথমে এই আন্দোলন বোম্বাই, আমেদাবাদ, কলকাতা, পুনে, নাগপুর প্রভৃতি শহরে শুরু হয়। কিন্তু ক্রমশ তা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের কলকাতা, ঢাকা, মেদিনীপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থানে এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে।

➢ **নেতৃবৃন্দ :** ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ্ আলি, সুচেতা কৃপালিনী, রামমোনহর লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন, অজয় মুখার্জী, সুশীল ধাড়া এবং আসামের ১৩ বছরের স্কুল ছাত্রী কনকলতা বড়ুয়া ও তমলুকের ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা।

➢ **ব্রিটিশদের দমন নীতি :** ব্রিটিশ সরকার তীব্র দমননীতির সাহায্যে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে সচেষ্ট হয়। বহু স্থানে অসহায় নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। এমনকি বহু জায়গায় বিমান থেকে মেশিনগানের সাহায্যে গুলি চালানো হয়। ড. বিপান চন্দ্র তাঁর "Modern India" গ্রন্থে বলেছেন, "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর সরকারী দমন নীতির এমন নিষ্ঠুর ও ব্যাপক প্রকাশ আর কখন ও দেখা যায়নি"।

➢ **প্রকৃতি :** ভারত ছাড়ো আন্দোলন অহিংস পথে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তা হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। পুণায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে স্বীকার করা হয় যে বহু স্থানেই জনতা অহিংসার পথ থেকে সরে গিয়েছিল। ম্যাক্স হার্কোটের মতে, "ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল মূলতঃ কৃষক বিদ্রোহ, জাতীয় বিদ্রোহ নয়"। সমালোচনা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান এই আন্দোলনকে গণ আন্দোলনে পরিণত করেছিল।

➢ **ব্যর্থতার কারণ :**

- (ক) নেতৃত্বের অভাব - এই আন্দোলনে সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব ছিল।

- (খ) ঐক্যের অভাব - ঐক্যের অভাব এই আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেয়। মুসলীম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি কেউই এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য কংগ্রেসকে সমর্থ করেনি।

- (গ) ব্রিটিশদের দমননীতি - ব্রিটিশ সরকারের তীব্র দমন নীতি এই আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেয়।

- (ঘ) ভুল সময় নির্বাচন - অনেকে মনে করেন ভুল সময়ে শুরু হওয়ায় এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

- (ঙ) গান্ধিজীর ভ্রান্ত নীতি - আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা রূপে গান্ধিজী এই আন্দোলনকে সফল করতে কোন সঠিক পরিকল্পনা নিতে পারেননি।

- **গুরুত্ব :** ব্যর্থ হলেও এ আন্দোলনের গুরুত্বকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কারন -
  - এই আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে যে, ভারতকে আর বেশী দিন শাসন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।
  - এই আন্দোলনের পর কংগ্রেসের মর্যাদা ও প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
  - এই আন্দোলন সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে পুণরায় প্রতিষ্ঠিত করে।

HOME WORK

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির একটি অথবা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

১. বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেছিলেন কে ?
২. প্রথম বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন কে ?
৩. বঙ্গভঙ্গের ঘোষণার দিন কার নেতৃত্বে অরন্ধন পালিত হয়েছিল ?
৪. বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কবে ?
৫. চম্পারণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কে ?
৬. চম্পারণ কৃষি বিল কবে প্রণীত হয় ?
৭. কংগ্রেসের কোন্ অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের দাবী গৃহীত হয়েছিল ?
৮. গান্ধিজির নেতৃত্বে কবে ডান্ডি অভিযানের সূচনা হয় ?
৯. সীমান্ত গান্ধি নামে কে পরিচিত ছিলেন ?
১০. মোট কয়টি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ?
১১. পরাধীন ভারতে কবে প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছিল ?
১২. ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনা হয় কবে ?

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির দুটি অথবা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

১. লর্ড কার্জন কেন বঙ্গভঙ্গ করেন ?
২. আইন অমান্য আন্দোলন সূচনার জন্য গান্ধিজি কেন লবণকে বেছে নেন ?
৩. চৌরিচৌরার ঘটনার ফলাফল কী হয়েছিল ?
৪. গান্ধি-আরউইন চুক্তি কবে, কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? এই চুক্তির শর্তগুলি কী ছিল ?
৫. ক্রিপস কেন ভারতে এসেছিলেন ?
৬. কমিউনিস্ট পার্টি ভারতছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি কেন ?

*** [অধ্যায়টি বুঝতে কোনো অসুবিধা হলে comment box করে নিজের নাম, শ্রেণি, বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা ও ফোন নম্বরসহ লিখে পাঠাও। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ফোনের মাধ্যমে সরাসরি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে।]